জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০১৪

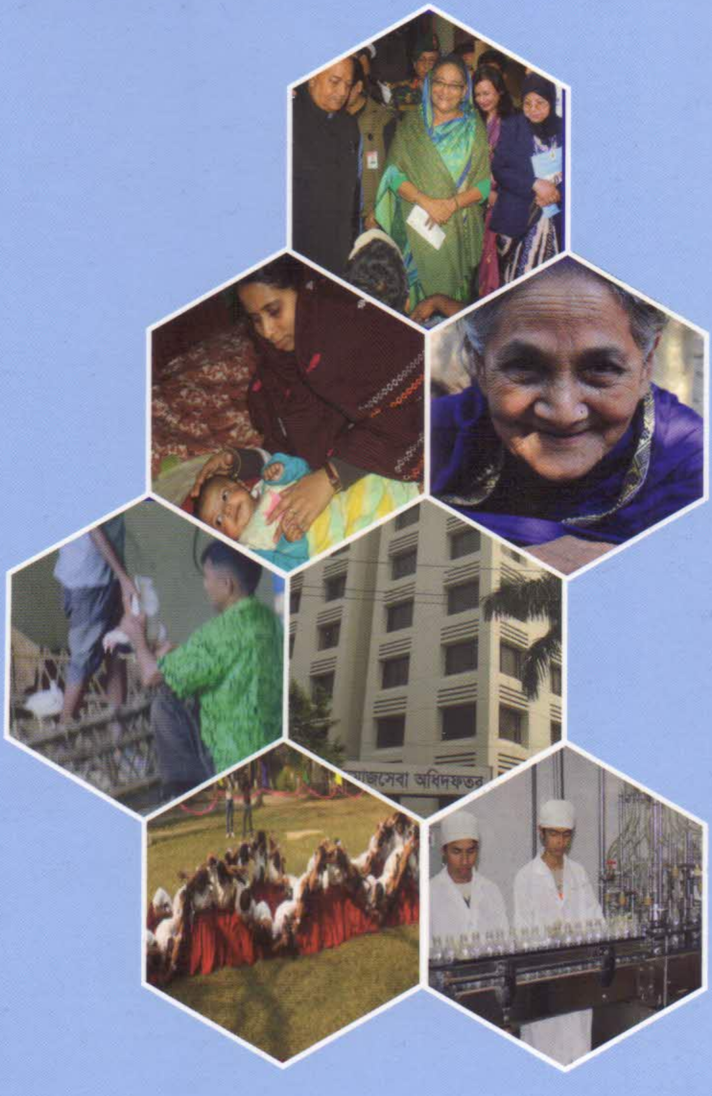

সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ

ঘোচায় দৈন্য আনে সুদিন

সমাজসেবা অধিদফতর
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

২ জানুয়ারি ২০১৪

সমাজ উন্নয়নে দীপ্ত প্রত্যয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়নে সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়সমূহের মধ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অন্যতম। এ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতর দেশের দুস্থ, দরিদ্র, এতিম, বয়স্ক, বিধবা, বিপন্ন শিশু, প্রতিবন্ধী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন, কল্যাণ, অধিকার সুরক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক বহুমাত্রিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। ১৯৬১ সাল থেকে শুরু করে এ অবধি কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমাজসেবা অধিদফতরের রয়েছে গৌরবময় ইতিহাস। সমাজ দর্শন এবং উন্নয়ন কৌশলের পরিপ্রেক্ষিতে এ বিশাল কর্মযজ্ঞে নিয়োজিত সমাজকর্মীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালে সমাজসেবা ভবন উদ্বোধনলগ্নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২ জানুয়ারিকে 'জাতীয় সমাজসেবা দিবস' ঘোষণা করেন। গত ৪ জুন ২০১২ তারিখের মন্ত্রিসভা বৈঠকে জানুয়ারি মাসের ২ তারিখকে 'জাতীয় সমাজসেবা দিবস' ঘোষণাপূর্বক দিবসটিকে 'খ' ক্যাটাগরি হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়। এ দিবসটি উদযাপনের মাধ্যমে সমাজসেবার কর্মসূচিতে এসেছে নতুন গতি ও প্রাণের সঞ্চার এবং সমাজকর্মীগণ হয়েছে উজ্জীবিত।

❑ সমাজসেবা অধিদফতরের জনবল কাঠামো :

সমাজসেবা অধিদফতরের বিশাল কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়নে মহাপরিচালকের নেতৃত্বে রয়েছেন পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), পরিচালক (কার্যক্রম) ও পরিচালক (প্রতিষ্ঠান)। কর্মসূচি সুষ্ঠু ও সফল বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে ১১,৭২৩ টি অনুমোদিত পদের মধ্যে নিয়োজিত রয়েছেন ৯৮৫০ জন দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা-কর্মচারি।

❑ জনবলের তথ্যচিত্র :

শ্রেণি	অনুমোদিতপদ			পূরণকৃতপদ		
	রাজস্ব	অস্থায়ীরাজস্ব	মোট	রাজস্ব	অস্থায়ীরাজস্ব	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১ম শ্রেণির কর্মকর্তা	৯৩৭	১৮৮	১১২৫	৬১৯	১৪৩	৭৬২
২য় শ্রেণির কর্মকর্তা	১৬৬	৭৭	২৪৩	৪৮	৬৫	১১৩
৩য় শ্রেণির কর্মচারি	৫৪৪৬	৬৬৩	৬১০৯	৪৭৯৩	৫৫২	৫৩৪৫
৪র্থ শ্রেণির কর্মচারি	২৫০২	১৭৪৪	৪২৪৬	২০০৭	১৬২৩	৩৬৩০
মোট	৯০৫১	২৬৭২	১১৭২৩	৭৪৬৭	২৩৮৩	৯৮৫০

❑ দারিদ্র নিরসন কর্মসূচি:

বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে দরিদ্রতা প্রধান অন্তরায়। দারিদ্র নিরসনকল্পে সমাজসেবা অধিদফতর নিম্নোক্ত ৫(পাঁচ)টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

- **পল্লী সমাজসেবা (RSS) কার্যক্রম:** পল্লী এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে ১৯৭৪ সালে ১৯টি থানায় পাইলট প্রকল্প চালু করা হয়। বর্তমানে দেশের প্রতিটি উপজেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিসহ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে প্রত্যেককে ৫,০০০ থেকে ৩০,০০০/- টাকা পর্যন্ত সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচির মূলধনের পরিমান ২৬৫ কোটি ৩৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা এবং সুফলভোগীর সংখ্যা ২৪ লক্ষ ১৫ হাজার।
- **পল্লী মাতৃকেন্দ্র (RMC):** পল্লী এলাকার দরিদ্র নারীদের বিভিন্ন ধরণের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ণ ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য ১৯৭৫ সাল থেকে বিশ্ব ব্যাংক ও জিওবির অর্থায়নে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু হয়। বর্তমানে দেশের ৬৪ টি জেলার ৩১৮ টি উপজেলায় এ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। এ কর্মসূচির মূলধনের পরিমাণ ৩৯ কোটি ৮০ লক্ষ ৯০ হাজার ৫০০ টাকা। এ কর্মসূচির আওতায় সুফলভোগীর সংখ্যা ১২ লক্ষ ৪০ হাজার ৭৪৬।
- **শহর সমাজসেবা (UCD) কার্যক্রম:** ১৯৫৫ সালে Dhaka Urban Community Development প্রকল্পের আওতায় ঢাকার কায়েতটুলিতে প্রথম এ কার্যক্রম শুরু করা হয়। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে শহর এলাকায় বসবাসরত স্বল্প আয়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধিসহ ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলার শহর এলাকায় ৮০টি ইউনিটের মাধ্যমে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ কর্মসূচির মূলধনের পরিমান ৩০ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা। এ কর্মসূচির আওতায় সুফলভোগীর সংখ্যা ১৫ লক্ষ ৯৪০।

- **এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম:** এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মস্থান ও তাদের সক্ষমতাভিত্তিক উপার্জনমুখী কাজে সুদমুক্ত ঋণ/ অনুদান প্রদান করে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ২০০২-২০০৩ অর্থ বছর থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়। দেশের প্রতিটি উপজেলা ও ৮০ টি শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের মাধ্যমে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। জন প্রতি ৫,০০০ হতে ২০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচিতে তহবিলের পরিমান ৮১ কোটি ২২ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা। এ পর্যন্ত সুফলভোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ৪৩৭।
- **আশ্রয়ণ প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি:** আশ্রয়ণ প্রকল্পে বসবাসরত পল্লী এলাকার দরিদ্র ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল পরিবারকে প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে পুনর্বাসন করাই এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য। সমাজসেবা অধিদফতর দেশের ৫৭টি জেলার ১৮১টি উপজেলায় কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচিতে তহবিলের পরিমান পরিমান ২০ কোটি ৭৩ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা। এ কর্মসূচির আওতায় সুফলভোগীর সংখ্যা ৬১ হাজার ৮৭৪।
- **জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের ঋণ ও অনুদান:** সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অনুদান ও ঋণ প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে কার্যরত বেসরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে ৫ কোটি ৮ লক্ষ ৪৭ হাজার ৪৯০ টাকা অনুদান এবং ২ কোটি ৮৯ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

❑ সামাজিক নিরাপত্তামূলক ভাতা কর্মসূচি:

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একটি অন্যতম সফল কর্মসূচি। ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে বয়স্ক ভাতা, ১৯৯৮ সালে বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলাকে ভাতা, ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা এবং ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছর হতে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু হয়। এ সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। কর্মসূচির স্বচ্ছতা নিশ্চিতকল্পে ভাতাভোগীর নিজ নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতার অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে এবং ভাতাভোগীদের ডাটাবেইজ প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

কর্মসূচিভিত্তিক তথ্য

কর্মসূচির নাম	ভাতাভোগীর সংখ্যা (লক্ষ জন)	জনপ্রতি ভাতা/উপব'ত্তি ২ (টাকায়)	০১৩-১৪ অর্থবছরে বরাদ্দ (কোটি টাকায়)
বয়স্ক ভাতা	২৭.২২৫	৩০০ টাকা	৯৮০.১০
বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলাভাতা	১০.১২	৩০০ টাকা	৩৬৪.৩২
অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা	৩.১৪৬	৩৫০ টাকা	১৩২.১৩২
প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি	.২০৪৮২	প্রা:স্তর-৩০০, মাধ্য:স্তর-৪৫০ উ:মাধ্য: স্তর-৬০০ ও উচ্চ:স্তর-১০০০ টাকা	৯.৭০

❑ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নমূলক কর্মসূচি:

বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমন হিজড়া, বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ২টি পৃথক কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে।

- **হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন:** ২০১২-২০১৩ মেয়াদকালে হিজড়া জনগোষ্ঠিকে প্রাথমিক ও কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের উদ্দেশ্য এ কর্মসূচি শুরু হয়। পাইলট হিসেবে দেশের ৭ টি জেলা যথাক্রমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, পটুয়াখালী, খুলনা, বগুড়া ও সিলেট জেলায় কর্মসূচি পরিচালিত হয়। বর্ণিত বছরে এ কর্মসূচির মাধ্যমে ৪ স্তরে ১৩৫ জন হিজড়া শিক্ষার্থীকে শিক্ষা উপবৃত্তি এবং ১৮ বছর বা তদুর্ধ্ব ৩৫০ জন হিজড়াকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সর্বমোট ২১ টি জেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে।

- **বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি:** ২০১২-২০১৩ মেয়াদকালে বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করে তাদের জীবনমান সাধারণের পর্যায়ে উন্নীত করার নিমিত্ত এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু হয়। পাইলট হিসেবে দেশের ৭ টি জেলা যথাক্রমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, পটুয়াখালী, যশোর, নওগাঁ ও হবিগঞ্জ জেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। এ কর্মসূচির মাধ্যমে ৪ স্তরে ৮৭৫ জন বেদে, দলিত ও হরিজন ব্যক্তিকে শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান এবং ৫০ বছর বা তদুর্ধ্ব ২১০০ জন বেদে, দলিত ও হরিজন শিক্ষার্থীকে মাসিক ৩০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ২১ টি জেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে।
- **সাপোর্ট সার্ভিসেস ফর দি ভালনারেবল গ্রুপ (এসএসভিজি):** চা শ্রমিকদের পুনর্বাসন ও খাদ্য সামগ্রী সহায়তা, লিল্লাহবোর্ডিং, রামকৃষ্ণ মিশন, বৌদ্ধবিহার, মঠ, টোল ও মিশনারী ছাত্রদের আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কারের নিমিত্ত ২০০৯-১০ এবং ২০১২-১৩ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ৩৭,৫০০ জন চা শ্রমিক, ৮০,০০০ জন লিল্লাহবোর্ডিং ছাত্র, ১৮০০ জন রামকৃষ্ণ মিশন, বৌদ্ধবিহার, মঠ, টোল ও মিশনারী ছাত্র এবং ২২০০ জন ক্যান্সার/কিডনী/লিভার সিরোসিস রোগীসহ সর্বমোট ১,৩৭,৭০০ জন ব্যক্তি ও ৫৩২ টি বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার কাজে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে এ কর্মসূচিতে কিছুটা পরিবর্তন করে চা বাগানের দরিদ্র চা শ্রমিকদের খাদ্য সহায়তা এবং ক্যান্সার/কিডনী/লিভার সিরোসিস রোগে আক্রান্ত দরিদ্র রোগীদের রাজস্ব বাজেটের আওতায় এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান কর্মসূচি চলমান রয়েছে।

❑ সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ কার্যক্রম:

- **কিশোর/কিশোরী উন্নয়নকেন্দ্র :** পারিবারিক অশান্তি, কঠোর শাসন, অবহেলা, সঙ্গদোষ, বিনোদন ও আধুনিক শিক্ষার অভাব এবং আগ্নেয়াস্ত্র ও মাদক দ্রব্যের সহজলভ্যতা তথা সামাজিক অবক্ষয়ের শিকারসহ নানা কারণে পিতামাতার অবাধ্য সন্তানদের সংশোধনকল্পে ৩টি কেন্দ্রে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে ১টি ও যশোর জেলার পুলেরহাটে ১টি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র এবং কোণাবাড়ী, গাজীপুরে ১টি কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র। প্রতিটি কেন্দ্রে ১টি করে কিশোর আদালত রয়েছে এবং এ আদালতে 'শিশু আইন ২০১৩' প্রয়োগ করে বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট মাধ্যমে বিচার কার্য সম্পাদিত হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানে মোট আসন সংখ্যা ৫০০ এবং আদালত কর্তৃক মুক্তির মাধ্যমে এ পর্যন্ত সামাজিক ও পারিবারিকভাবে পুনর্বাসনের সংখ্যা ১৭,৯৮২।

● **সরকারি আশ্রয়কেন্দ্র :** ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণসহ পুনর্বাসনের লক্ষ্যে নিবাসীদের খাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছদ, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত ৬ (ছয়) টি সরকারী আশ্রয় কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রগুলি "ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি(পুনর্বাসন) আইন-২০১১ এর আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে মোট আসন সংখ্যা ১,৯০০ এবং এ পর্যন্ত সামাজিক ও পারিবারিকভাবে(কর্মসংস্থান,বিবাহ ইত্যাদি) পুনর্বাসনের সংখ্যা ৫১,১০৩।

● **সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র :** পথভ্রষ্ট, অনৈতিক ও অসামাজিক পেশায় নিয়োজিত সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসনের জন্য ৬ বিভাগে ৬টি সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে মোট আসন সংখ্যা ৬০০ এবং মোট পুনর্বাসনের সংখ্যা ৯২২।

● **মহিলা ও শিশুকিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র (সেফহোম) :** থানা/কারাগারে আটক মহিলা ও শিশু-কিশোরীদের ভরণপোষণ, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন এবং পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বরিশাল, সিলেট, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বাগেরহাট ও ফরিদপুর জেলায় সেফ হোমের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ ছাড়াও ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রটি নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র হিসেবে পরিচালিত হয়ে আসছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে মোট আসন সংখ্যা ৩০০ এবং আদালত কর্তৃক মুক্তির মাধ্যমে এ পর্যন্ত পুনর্বাসনের সংখ্যা ৬,৮৫৪।

● **প্রবেশন এণ্ড আফটার কেয়ার সার্ভিস:** প্রবেশন এণ্ড আফটার কেয়ার সার্ভিস একটি অন্যতম সমাজভিত্তিক অপরাধ সংশোধনমূলক কার্যক্রম। প্রথমবারের অপরাধী ও লঘু অপরাধে দণ্ডিত অথবা বিচারাধীন অপরাধীদের জেলখানায় না রেখে প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে কেইস ওয়ার্ক, সংশোধন, সামাজিকীকরণ ও অন্যান্য আইনসংগত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ১৯৬০ সালে দ্য প্রবেশন অফ অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স (সংশোধিত) এর আওতায় পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে ৭২ টি ইউনিটে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে শিশু আইন ২০১৩ এর ৫(৩) ধারা মোতাবেক সকল উপজেলা সমাজসেবা অফিসারকে প্রবেশনের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় প্রবেশনে মুক্তি ১৩,১৫৭ জন এবং আফটার কেয়ার সেবা প্রদান করা হয়েছে ৮০,৬৬২ জনকে।

❑ **শিশু কিশোর কল্যাণ বিষয়ক কার্যক্রম ঃ**

সমাজসেবা অধিদফতর শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশ, এতিম, ঝুঁকিপূর্ণ এবং পরিত্যক্ত শিশুদের ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনকল্পে নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

● **সরকারি শিশু পরিবার :** পিতৃহীন অথবা পিতৃমাতৃহীন শিশুদের লালন-পালন, তাদের মধ্যে দায়িত্ব ও শৃংখলাবোধ সৃষ্টি, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদনসহ শিক্ষা-প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে দেশে ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবার পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে ৪৩টি ছেলেদের, ৪১টি মেয়েদের এবং ১টি মিশ্র শিশু পরিবার রয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে মোট আসন সংখ্যা ১০,৩০০ এবং মোট পুনর্বাসনের সংখ্যা ৫৪,৩৩৩ জন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত এইচএসসি'তে ৫জন , এসএসসি'তে ১৭জন, জেএসসি'তে ৩০ জন ও পিএসসি'তে ৬০জনসহ মোট ১১২ জন নিবাসী জিপিএ-৫ পেয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

● **ছোটমণি নিবাস (বেবী হোম) :** পিতৃমাতৃ পরিচয়হীন ০-৭ বছর বয়সী পরিত্যক্ত শিশুদের মাতৃস্নেহে প্রতিপালন, রক্ষণাবেক্ষণ, খেলাধুলা ও সাধারণ শিক্ষার জন্য দেশের ৬টি জেলায়(ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, খুলনা ও বরিশাল) ৬টি ছোটমণি নিবাস চালু রয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে মোট আসন সংখ্যা ৬০০ এবং শিশু পরিবারে স্থানান্তরের মাধ্যমে এ পর্যন্ত পুনর্বাসনের সংখ্যা ১০৭৮ জন।

● **দিবাকালীন শিশুযত্ন কেন্দ্র :** নিম্ন আয়ের কর্মজীবী মহিলাদের ৫-৯ বছর বয়সের শিশু সন্তানদের মায়ের অনুপস্থিতে মাতৃস্নেহে লালন পালন, নিরাপত্তা, শিক্ষা, খেলাধূলার সুযোগসহ ঢাকার আজিমপুরে এ কেন্দ্রটি পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানে মোট আসন সংখ্যা ৫০ এবং এ পর্যন্ত সুফলভোগীর সংখ্যা ৮,২৬৫

● **দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র :** ৬-১৮ বছর বয়সের দুস্থ শিশুদের সাধারণ শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসিত করার উদ্দেশ্যে ৩টি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। গাজীপুরের কোণাবাড়ী ও চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ার কেন্দ্র ২টি ছেলেদের এবং গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ার কেন্দ্রটি মেয়েদের জন্য পরিচালিত। এ সকল প্রতিষ্ঠানে মোট আসন সংখ্যা ৭৫০ এবং এ পর্যন্ত সামাজিক ও পারিবারিকভাবে পুনর্বাসনের সংখ্যা ৪,৩৮৬ জন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত পিএসসি পরীক্ষায় টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ কেন্দ্রের ০২ জন নিবাসী গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

● **বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট :** সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক নিবন্ধীকৃত বেসরকারি এতিমখানায় ন্যূনতম ১০(দশ) জন এতিম অবস্থানকৃত প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ৫০% এতিমের লালন পালনের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ৩,৩১৯টি বেসরকারি এতিমখানায় ৫৯,৩০০ জন নিবাসীকে ভরণপোষণের জন্য ৭১.৪০ কোটি টাকা অনুদান (ক্যাপিটেশন গ্রান্ট) প্রদান করা হচ্ছে।

● **Child Sensitive Social Protection in Bangladesh (CSPB):** সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় এ অধিদফতর কর্তৃক ইউনিসেফ'এর সহায়তায় 'চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি)' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম জানুয়ারি ২০১২ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬ মেয়াদে ২০টি UNDAF ভুক্ত জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। পথশিশুদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Drop In Center (DIC), Emergency Night Shelter (ENS), Child Friendly Space (CFS) এবং Open Air School (OAS) কার্যক্রম এর মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১০,৯৫৬ জন শিশুকে আশ্রয়, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, মনোসামাজিক সেবা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিসহ ৩৭৮ জন শিশুকে পরিবারে একীকরণ করা হয়েছে। এছাড়া, 'আমাদের শিশু' মডেল অনুযায়ী সিলেট বিভাগের বিভিন্ন জেলার চা বাগানসহ অন্যান্য এলাকায় মোট ১২১৬ জন মাতৃপিতৃহীন ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুকে 'শর্তযুক্ত অর্থসহায়তা' প্রদান করা হয়েছে।

● **Child Helpline-১০৯৮:** সিএসপিবি প্রকল্পের সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে পুরাতন ঢাকা'র ৮ টি থানায় বিপদাপন্ন দুঃস্থ ও অসহায় শিশুদের জন্য Child Helpline কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে এ যাবৎ মোট ৮০৩৪ জন বিপদাপন্ন দুঃস্থ ও অসহায় শিশুকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হয়েছে।

● **Transformation of Institutional Care:** এ প্রকল্পের মাধ্যমে নয়টি প্রতিষ্ঠানে Pilot কর্মসূচির আওতায় নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রাতিষ্ঠানিক সেবার জন্য Minimum Standard of Care অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের সেবার মান উন্নয়ন, সেবাদানকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রতিটি শিশুর জন্য কেইস ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি গ্রহণ, শিশুদের জীবন দক্ষতা উন্নয়ন এবং উপযুক্ত শিশুদের পরিবারে অথবা সমাজে পুনঃএকত্রীকরণ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে। সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), ভোলা ও কক্সবাজার, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, যশোর, মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র, সিলেট এবং সহযোগী সংস্থার একটি ড্রপ-ইন সেন্টারে কেস ম্যানেজমেন্ট ডাটাবেজ-এর পরীক্ষামূলক কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

● **চাইল্ড প্রটেকশন নেটওয়ার্ক ও সক্ষমতা বৃদ্ধি:** তৃণমূল পর্যায়ে শিশু সংবেদনশীল সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে প্রধান করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে 'চাইল্ড প্রটেকশন নেটওয়ার্ক' কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত এ পর্যন্ত ৫৭৬ জন সমাজকর্মীকে ২ সপ্তাহের মৌলিক সমাজসেবা (BSST) এবং ৫৩১ জন সমাজকর্মীকে ৪ সপ্তাহের পেশাগত সমাজসেবা (PSST) বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

● **সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন এট রিস্ক (SCAR):** সমাজসেবা অধিদফতর বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় এ প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়ন করছে। ঝুঁকিপূর্ণ শিশুর মনোসামাজিক সুরক্ষাসহ অধিকার নিশ্চিত করা, এতিম এবং পিতা মাতার স্নেহ বঞ্চিত পথ শিশুদের শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসিত করা এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। ০৭টি বিভাগীয় শহরে অবস্থিত ০৭টি আইসিপিএস সেন্টারের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের সমাজভিত্তিক সুরক্ষা সেবা প্রদান করা হয়। স্কার প্রকল্পের আওতায় ২১০০ জন শিশুকে সেবা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে । এ পর্যন্ত ১৮৮১ জন শিশু সেন্টারে ভর্তি হয়েছে এবং ৯০৪ জন শিশুকে তাদের পরিবারে পুন:একত্রীকরণ করা হয়েছে।

● **শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট পরিচালিত শিশু কল্যাণ বিষয়ক কার্যক্রম:** ১৯৮৪ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্র প্রধান শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান বাংলাদেশে সফরকালে অনগ্রসর জনগোষ্ঠী বিশেষত অনাথ, অসহায় ও এতিম শিশুদের শিক্ষা, পুনর্বাসনের আগ্রহ প্রকাশ করেন। বাংলাদেশ সরকারের বহিঃসম্পদ বিভাগ ও আবুধাবী তহবিলের প্রতিনিধির সাথে ২২ জুন ১৯৮৪ তারিখ একটি সম্মত কার্যবিবরণী স্বাক্ষরের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতিষ্ঠানের আওতায় মিরপুর, ঢাকা ও লালমনিরহাটে আল নাহিয়ান শিশু পরিবার পরিচালিত হচ্ছে। এ দু'টি শিশু পরিবারে ২০০ জন করে মোট ৪০০ জন এতিম শিশুকে পারিবারিক পরিবেশে মাতৃস্নেহ, ভালবাসা ও যত্নের সাথে লালনপালন করা হচ্ছে।

এতিম শিশু প্রতিপালন, উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে পুনর্বাসনে সহায়তা, ট্রাস্ট ও শিশু পরিবারের বনজ, ফলদ ও ঔষধি বৃক্ষ রোপণ ও পরিচর্যা, নিবাসী মেয়েদের ইউসেফ পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, হস্ত ও কুটির শিল্পে নিবাসীদের সম্পৃক্ত করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, যৌতুকবিরোধী কার্যক্রম সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টি, নারী ও শিশু পাচার রোধে আত্মরক্ষা কৌশল সম্পর্কে ধারণা ও সচেতনতা সৃষ্টি করাই এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট পরিচালিত আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকায় একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

❑ **প্রতিবন্ধী বিষয়ক কার্যক্রম:** প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এদের জীবনমান উন্নয়নে সরকার বদ্ধ পরিকর। সমাজসেবা অধিদফতর এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের কল্যাণ, উন্নয়ন ও অধিকার সুরক্ষায় এবং তাদের পুনর্বাসনকল্পে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করছে।

❑ **সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত প্রতিবন্ধী বিষয়ক কার্যক্রম:**

● **সমন্বিত দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম:** দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র/ছাত্রীদের সাধারণ স্কুলের চক্ষুষ্মান শিক্ষার্থীদের সাথে একই পরিবেশ ও পাঠ্যক্রমে আওতায় শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৭৪ সালে কার্যক্রম শুরু হয়। দেশের ৬৪ জেলায় ৬৪টি সাধারণ স্কুলে ৬৪০ টি আসনের মাধ্যমে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উপকৃত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১১৬২ জন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত পিএসসি ও জেএসসি পরীক্ষায় ০৩ জন নিবাসী এবং ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় ০২ জন নিবাসী জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

● **সরকারি দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী বিদ্যালয়:** দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৬২ সাল থেকে ৫টি আবাসিক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। আসনসংখ্যা ২৪০ এবং উপকৃত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২,৫৩৭ জন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত পিএসসি পরীক্ষায় ০১ জন নিবাসী গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

● **মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান:** মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের লালন পালন ও চিকিৎসা সেবা প্রদানের মধ্যমে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম জেলার রউফাবাদে এ প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানের শিশুনিবাসীদের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণসহ ফিজিওথেরাপি, স্পীচথেরাপি ও সাইকোথেরাপি প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। আসন সংখ্যা ৭৫ এবং এ পর্যন্ত সামাজিক ও পারিবারিকভাবে উপকৃত সংখ্যা ১০৯।

● **দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র:** দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সাল থেকে টঙ্গীতে এ কেন্দ্রটি পরিচালিত হচ্ছে। প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর প্রশিক্ষণার্থীকে ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা হারে অনুদান প্রদান করা হয়। আসনসংখ্যা ৫০ এবং এ পর্যন্ত পুনর্বাসনের সংখ্যা ৭১৩।

● **সরকারি বাক-শ্রবণপ্রতিবন্ধীদের বিদ্যালয়:** ১৯৬২ সালে বিভাগীয় শহরে স্থাপিত ৪টি শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের আওতায় ৪টি এবং ফরিদপুর, চাঁদপুর ও সিলেট জেলায় ৩টি বাক-শ্রবণপ্রতিবন্ধী বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। আসন সংখ্যা ৬২০ এবং উপকৃত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ৫,১৮৭।

● **শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন কেন্দ্র:** ১৯৭৮ সালে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, বাক-শ্রবণ ও শারীরিক প্রতিবন্ধী যুবকদেরকে বিভিন্ন প্রকার কারিগরী প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে কেন্দ্রটি চালু করা হয়। প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর প্রশিক্ষণার্থীকে ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা হারে অনুদান প্রদান করা হয়। আসনসংখ্যা ৮৫ এবং প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন সংখ্যা ১৭৯২।

● **শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গ্রামীন পুনর্বাসন উপকেন্দ্র কেন্দ্র:** বাগেরহাট জেলার ফকিরহাটে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিভিন্ন প্রকার কারিগরী প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে এ উপকেন্দ্রটি চালু করা হয়। আসন সংখ্যা ৩০ এবং এ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন সংখ্যা ৩৩৯।

● **মিনারেল/ড্রিংকিং ওয়াটার প্লান্ট:** প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় টঙ্গীস্থ ইআরসিপিএইচ কেন্দ্রে একটি মিনারেল/ড্রিংকিং ওয়াটার প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। অত্যাধুনিক মেশিনে রিভার্স ওসমোসিস পদ্ধতিতে দৈনিক ৫০০০ লিটার উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন এ প্লান্টের মাধ্যমে বোতলজাতকৃত পানি মিনারেল ওয়াটার/ড্রিংকিং ওয়াটার নামে বাজারজাত করা হচ্ছে। এ প্লান্টের আয় শুধুমাত্র প্রতিবন্ধীদের কল্যাণার্থে ব্যয় করা হয়ে থাকে।

● **ব্রেইল প্রেস:** দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্য টঙ্গীস্থ ইআসিপিএইচ কেন্দ্রে স্থাপিত ব্রেইল প্রেসের মাধ্যমে মুদ্রিত পুস্তক বিনামূল্যে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়।

● **কৃত্রিম অংগ উৎপাদন কেন্দ্র:** টঙ্গীস্থ ইআরসিপিএইচ কেন্দ্রে স্থাপিত এ কেন্দ্রে উৎপাদিত কৃত্রিম অংগ শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে বিনামূল্যে/হ্রাসকৃতমূল্যে সরবরাহ করা হয়।

● **প্লাস্টিক সামগ্রী উৎপাদন কেন্দ্র:** টঙ্গীস্থ ইআরসিপিএইচ কেন্দ্রে প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় স্থাপিত মৈত্রী শিল্প কেন্দ্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাধ্যমে প্লাস্টিক সামগ্রী যেমন: বালতি, জগ, মগ, বদনা, গ্লাস, হ্যাঙ্গার ইত্যাদি উৎপাদন করা হয়।

❑ **জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মসূচি:**

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রাধীন জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৯৭ সনের ৩রা ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও দ্বিতীয় দক্ষিণ এশিয় সমাজভিত্তিক পুনর্বাসন সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ ইচ্ছার প্রেক্ষিতে ১৯৯৯ সালে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশন গঠিত হয়। ১৬-২-২০০০ তারিখে এর সংঘস্মারক ও গঠনতন্ত্র গেজেটে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে ফাউণ্ডেশনকে পূর্ণাঙ্গ অধিদফতর করার বিষয়টি সরকারের সক্রীয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

● **প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র শীর্ষক কর্মসূচি:** দেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, হিয়ারিং টেস্ট, ভিজুয়্যাল টেস্ট, কাউন্সেলিং, প্রশিক্ষণ, সহায়ক উপকরণ প্রদান ও প্রয়োজন মোতাবেক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে প্রথম ৫টি জেলায় এ কর্মসূচি চালু করা হয়। বর্তমানে দেশের সকল জেলায় পরিচালিত হচ্ছে। এ যাবত ৩ লক্ষ ৫০ হাজার জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। অটিজমের শিকার জনগোষ্ঠীকে সুনির্দিষ্ট পরিচর্যার জন্য প্রতিটি কেন্দ্রে অটিজম কর্নার চালু করা হয়েছে।

● **কর্মজীবী প্রতিবন্ধী পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল:** কর্মজীবী প্রতিবন্ধী পুরুষ ও মহিলাদের আবাসিক সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনের চত্বরে অভিগম্যতাসহ ৫০ আসন বিশিষ্ট একটি হোস্টেল চালু করা হয়েছে। উপকারভোগীর সংখ্যা ২০০।

● **অটিজম রিসোর্স সেন্টার:** অটিজমে আক্রান্ত শিশু/ব্যক্তিদের বিনামূল্যে নিয়মিত থেরাপি, রেফারেল ও কাউন্সেলিং সেবা প্রদানের লক্ষে ২০১০ সালে ফাউন্ডেশনের ক্যাম্পাসে এ কর্মসূচি শুরু হয়। এখানে রেজিষ্ট্রিকৃত অটিস্টিক শিশুদের নিয়মিত Home Based Intervention প্রদান করা হচ্ছে। এ যাবত ১৫০০ জন অটিজমে আক্রান্ত শিশু/ব্যক্তিকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

● **স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম:** অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান করার লক্ষ্যে ২০১১ সালে সম্পূর্ণ অবৈতনিক একটি অটিস্টিক স্কুল স্থাপন করা হয়। এ স্কুলে ৩০টি হতদরিদ্র পরিবারের ৩০ জন অটিস্টিক শিশুকে বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে এ ধরণের স্কুল দেশের সকল জেলায় স্থাপন করা হবে।

● **ভ্রাম্যমাণ ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিস:** প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, হিয়ারিং টেস্ট, ভিজুয়্যাল টেস্ট, কাউন্সেলিং, প্রশিক্ষণ, সহায়ক উপকরণ ইত্যাদি সহায়তা দেয়ার লক্ষ্যে ২ এপ্রিল ২০১০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে দেশে প্রথমবারের মতো "ভ্রাম্যমাণ ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিস" চালু করা হয়। ফাউণ্ডেশনের আওতায় বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ২০টি ভ্রাম্যমান থেরাপি ভ্যান সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ:

● **অটিজম বিষয়ক প্রশিক্ষণ:** অটিজম/প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অটিস্টিক শিশুসহ ২০০০ জন বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তাদের পিতা-মাতা/অভিভাবককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

● **ICT বিষয়ক প্রশিক্ষণ:** দেশব্যাপী প্রতিবন্ধীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষে কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় একটি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

❑ **অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোরদের অন্যান্য সুবিধাদি:**

- সরকারি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধী শিশুদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিতকরণ
- অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোরদের জন্য ঢাকা চিড়িয়াখানায় প্রবেশ ফি মওকুফকরণ
- বিসিএস ক্যাডার সার্ভিস এবং অন্যান্য ১ম ও ২য় শ্রেণীর সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের জন্য ১% কোটা এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর এতিম ও প্রতিবন্ধীদের জন্য ১০% কোটা সংরক্ষণপূর্বক তাদের নিয়োগ নিশ্চিতকরণ
- অটিস্টিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুশিল্পীদের সমন্বয়ে সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা দল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর পঠনের সুবিধার্থে বিভিন্ন প্রকাশনা ব্রেইলে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ
- ফাউণ্ডেশনের চত্বরে অটিস্টিক/প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য একটি শিশু পার্ক স্থাপন
- কর্মজীবী পিতামাতার প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ১টি বিশেষায়িত ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অভিগম্যতার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান
- অটিস্টিক শিশুদের জন্য **'আমরা করবো জয়'** শিরোনামে একটি মাসিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এর মাধ্যমে ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট কর্মসূচি বাস্তবায়ন

❑ **প্রতিবন্ধীদের জন্য পরিচালিত অন্যান্য কর্মসূচি:**

বুদ্ধিপ্রতিবন্ধীদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে পারদর্শিতা:

গত ২০০৯ সাল থেকে ভারতের নয়াদিল্লীস্থ নৃত্য সংগঠন **'আলপনা'** এর আমন্ত্রণে সুইড বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক দল নৃত্য সংগীত পরিবেশন করে প্রশংসা লাভ করেছে। ২০১২ সালে ভারতের সাংস্কৃতিক সংগঠন **'অঞ্জলি'** ভুবনেশ্বর আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক উৎসবে অংশগ্রহণ করে ভারত ও শ্রীলংকার ৩৭টি সংগঠনের মধ্যে সাধারণ ও প্রতিবন্ধী নৃত্যশিল্পীদের উচ্চাংঙ্গ নৃত্য প্রতিযোগিতায় ২য় পুরস্কার লাভ করে।

বুদ্ধিপ্রতিবন্ধীদের বিশেষ অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অসাধারণ পারদর্শিতা:

স্থান	বৎসর	স্বর্ণপদক	রৌপ্যপদক	ব্রোঞ্জপদক	মোটপদক
স্পেশাল অলিম্পিক যুক্তরাষ্ট্র	১৯৯১	১	৪	৩	৮
	১৯৯৫	৬	৭	৭	২০
	১৯৯৯	২৩	১০	৭	৪০
স্পেশাল অলিম্পিক চীন	১৯৯৬	৬	১	৫	১২
স্পেশাল অলিম্পিক আয়ারল্যান্ড	২০০৩	১০	৬	৬	২২
স্পেশাল অলিম্পিক ব্রুনাই	২০০৫	১২	১০	২	২৪
স্পেশাল অলিম্পিক চীন	২০০৭	৩২	২৪	১৫	৭১
স্পেশাল অলিম্পিক ব্রুনাই	২০০৮	১৫	৭	১	২৩
স্পেশাল অলিম্পিক গ্রীস	২০১১	২৯	১২	৩	৪৪
স্পেশাল অলিম্পিক ব্রুনাই	২০১২	৯	২	২	১৩
স্পেশাল অলিম্পিক ক্রীড়া	২০১৩	৩৫	১৪	৭	৫৬
প্রতিযোগিতা অস্ট্রেলিয়া					

উল্লেখ্য বাংলাদেশের বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী দল ২০০৬ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত স্পেশাল অলিম্পিকে ক্রিকেট খেলায় রৌপ্য পদক ও ২০১৩ সালে দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত স্পেশাল অলিম্পিকে হকি চ্যাম্পিয়ানশীপ, সিডনী স্পেশাল অলিম্পিকে ক্রিকেট এবং ফুটবলে অপরাজিত চ্যাম্পিয়নশীপসহ স্বর্ণপদক লাভ করেছে।

● **প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপ:** 'প্রতিবন্ধী জরিপে অংশ নিন, দিন বদলের সুযোগ দিন' এ শ্লোগানকে সামনে রেখে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয়ের লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতর প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই কর্মসূচির আওতায় ৬৪ জন মাস্টার ট্রেইনার, ৩,৬৬৩ জন তথ্য সংগ্রহকারী, ৫৯০ জন ডাক্তার/কনসালট্যান্ট এবং ৩৬৯ জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিভাগীয় পর্যায়ে বিভিন্ন স্তরের ১৭৪৬ জন কর্মকর্তাসহ ৫৬৪ টি উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়ে অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, এনজিও ও বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীকে এ কর্মসূচির বিষয়ে ধারণা দেয়া হয়। ইতোমধ্যে দেশের সবক'টি জেলায় তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রাথমিক হিসাবে এপর্যন্ত মোট ১৬,১৬,১৯০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি জরিপে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বাদপড়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে জরিপভুক্তকরণ, প্রশিক্ষিত ডাক্তার/কনসালট্যান্ট কর্তৃক জরিপভুক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতিবন্ধিতার ধরণ ও মাত্রা নিরূপণসহ ছবি ধারণ এবং অনলাইনভিত্তিক ফরম এর মাধ্যমে ডাটা এন্ট্রির কাজ চলমান রয়েছে। মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত মনিটরিং টিম এবং জেলা, উপজেলা/শহর কমিটি এ কর্মসূচি নিয়মিত তদারকি করছে। তাছাড়া ই-মেইল, ফ্যাক্স, টেলিফোন এবং ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগপূর্বক হালনাগাদ প্রতিবেদন সংগ্রহসহ যথাপ্রয়োজন নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে।

- **সমাজসেবা অধিদফতর ও জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের প্রতিবন্ধী বিষয়ক উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ:**

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
০১.	এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলে মেয়েদের জন্য ৬টি	৬৬৭৬.১৬
	বিভাগে ৬টি কারিগরি কেন্দ্র স্থাপন	
০২.	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ৩৭টি হোস্টেল নির্মাণ প্রকল্প	৪১৫০.৪৮
০৩.	এক্সপানশান এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব প্রয়াস এ্যাট ঢাকা ক্যান্টমেন্ট প্রকল্প	৫১৬১.০৭
০৪.	শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল বিশেষায়িত	২১৫৩৩.৮৪
	হাসপাতাল ও নার্সিং কলেজ নির্মাণ	
০৫.	ইনস্টিটিউট ফরনঅটিস্টিক চিলড্রেন এন্ড ব্লাইন্ড,	১২৫০.০০
	ওল্ড হোম এন্ড টিএন মাদার চাইল্ড হসপিটাল	
০৬.	প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প	৮৩৫৩.১৫
০৭.	'Promotion of Services and Opportunities to the	১৫৪৮০.৪৯
	Disabled Persons in Bangladesh'	
০৮.	প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স	১০০০০.০০

অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত অন্যান্য কল্যাণ ও সেবামূলক কার্যক্রম:

- **হাসপাতাল/চিকিৎসা সমাজসেবা কার্যক্রম:** হাসপাতালে চিকিৎসারত রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং সেবা প্রদানে প্রতিবন্ধকতা দূর করার লক্ষ্যে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দেশের ৯১ টি সরকারি হাসপাতাল/মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও ৪১৯ টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে রোগী কল্যাণ সমিতির মাধ্যমে এ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ থেকে বাৎসরিক থোক বরাদ্দ এবং দান-অনুদানের মাধ্যমে এ সেবা দেয়া হয়।

- **স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম:** সমাজসেবা অধিদফতর এ কার্যক্রমের আওতায় স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ৪৬ নং) মোতাবেক এ পর্যন্ত ৬২,৪৫৭ টি সংস্থা নিবন্ধন প্রদান করেছে। উল্লেখ্য বর্তমানে জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার ছাড়পত্র গ্রহণপূর্বক নিবন্ধন প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে সংস্থার নিবন্ধন ফি ৫,০০০ টাকা করা ধার্য রয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম:

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আর্থিক অনুদান প্রদান, সংগঠনের প্রতিনিধিদের ব্যবস্থাপনা ও দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে প্রতিবছর অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক অনুদান প্রদান করছে। ১৯৫৬ সালে একটি রেজল্যুশনের মাধ্যমে পরিষদ'এর যাত্রা শুরু করে ২৫ জানুয়ারি ২০০৩ তারিখের সংশোধিত রেজল্যুশনের মাধ্যমে পরিষদের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ৮৩ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় পরিষদ, ১৫ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী কমিটি, জেলা/উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ এবং ৩টি পার্বত্য জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

- **জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান:** জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি, বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতি, বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বাস্তবায়নে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ১১টি প্রতিষ্ঠানে মধ্যে ৪০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

- **শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প পরিষদ:** জেলা পর্যায়ে ৮০টি শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প পরিষদের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সাধারণ/কারিগরি শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে প্রতি বছর আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ৮০ টি পরিষদের মধ্যে ১ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

- **রোগীকল্যাণ সমিতি:** দুস্থ ও দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও জেলা সদর হাসপাতালে অবস্থিত ৯০টি রোগীকল্যাণ সমিতি এবং দেশের ৪১৯টি উপজেলা হাসপাতালে ৫০৯টি রোগীকল্যাণ সমিতিকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ৫০৯টি সমিতির মধ্যে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

- **অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতি:** বিভিন্ন অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিদের সংশোধন, মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদী ও নিরপরাধ হাজতীদের সহযোগিতা করে সু-নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে দেশের ৬৪টি জেলায় ৬৪টি অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতির অনুকূলে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ৬৪ টি সমিতির মধ্যে ৪০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

- **সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান:** নিবন্ধীকৃত সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বন্যা, জলোচ্ছাস, ঘূর্ণিঝড়, মহামারীতে গৃহীত কার্যক্রম এবং গণশিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, কুটির শিল্প, বনায়ন, মৎস্যচাষ, হাঁস-মুরগী পালন, এতিম প্রতিপালন, বেওয়ারিশ লাশ দাফন ইত্যাদি বিষয়ক কাজে পরিষদ থেকে অনুদান প্রদান করা হয়। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ২৮০৬টি প্রতিষ্ঠানে মধ্যে ৩ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

- **দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ অনুদান :** ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠী, নদীভাঙ্গনে ভীটামাটিহীন ক্ষতিগ্রস্থ বস্তিবাসী এবং চা বাগান শ্রমিকসহ সকল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ৩টি ক্যাটাগরীতে অন্তর্ভুক্ত ১২০০০ জনকে ৫,০০০/-টাকা হারে ৬ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

- **বিশেষ অনুদান:** অনুদান বন্টন নীতিমালার আলোকে দরিদ্র, অসহায় ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চিকিৎসা, লেখাপড়া, বিবাহ, পুনর্বাসনের লক্ষ্যে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে কল্যাণমূলক সংগঠন, সমিতি, পাঠাগার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী বিশেষ অনুদান প্রদান করেন। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ৪৮৬৪ টি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকে ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

- **জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ অনুদান:** আকস্মিক দৈব দুর্বিপাক/প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, অগ্নিকান্ড/এসিডদগ্ধ দরিদ্র ব্যক্তি, দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত দরিদ্র ব্যক্তি/পরিবারকে এবং মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার জন্য পরিষদ হতে অনুদান প্রদান করা হয়। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ৬৫ টি পরিষদের মধ্যে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

- **বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের মাধ্যমে পরিচালিত প্রশিক্ষণ:** দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ উন্নয়ন ও টেকসই স্বেচ্ছসেবী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৯৯ হতে ২০১৩ পর্যন্ত ১৯৮টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ৫১৭২জনকে (পুরুষ ৪৪০৬ জন ও মহিলা ৭৬৬ জন) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ-বছরে ২৫টি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করার কাজ চলমান রয়েছে।

- **ICT কার্যক্রম:** বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের ইন্টারনেট সংযোগ, info@bnswc.gov.bd এবং একটি ওয়েবসাইট www.bnswc.gov.bd স্থাপন করে কার্যক্রমের তথ্য ওয়েবসাইটে সংযোজন করা হয়েছে।

সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন:

- **জাতীয় সমাজসেবা একাডেমী ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র:** সমাজসেবা অধিদফতরে কর্মরত সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির মাধ্যমে ১৯৮৪ সাল থেকে ১১,১২৫ জন কর্মকর্তাকে বুনিয়াদীসহ বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া ৬ বিভাগে ৬টি(ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট) আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে এ পর্যন্ত মোট ১০,৭৯১ জন বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- **ICT প্রশিক্ষণ :** সমাজসেবা অধিদফতরের Computer ল্যাবে অন লাইন ভিত্তিক ফরম এর মাধ্যমে ডাটা এন্ট্রি কাজে ৩৬৯ জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

- **মহিলাদের আর্থ-সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র:** ১৯৭৩ সালে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ঢাকার মিরপুর ও রংপুরের শালবনে ২টি কেন্দ্র চালু করা হয়। বর্তমানে কেন্দ্র ২টিতে প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা ১৭৪ জন এবং এ পর্যন্ত পুনর্বাসেন সংখ্যা ১৬৭৬২ জন।

- **দুস্থ মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র:** ১৯৭৮ সালে গাজীপুর জেলার টঙ্গীর দত্তপাড়াস্থ বাস্তহারা পুনর্বাসন এলাকায় বসবাসকারী গৃহহীন ও ভূমিহীন বেকারদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কেন্দ্রটি চালু হয়। কেন্দ্রটিতে আসন সংখ্যা ৫০টি। এ পর্যন্ত পুনর্বাসনের সংখ্যা ৬২৩ জন।

সমাজসেবা অধিদফতরের উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্য:

● সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে এডিপি'তে ১৪১.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৬টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। যার মধ্যে বৈদেশিক সাহার্যপুষ্ট ২টি, জিওবি ১ এবং যৌথ অংশীদারিত্বমূলক ১৩টি প্রকল্প রয়েছে। এ সকল প্রকল্প ব্াস্তবায়নে জিওবি ১০৪.২৮ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৭.৭০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ রয়েছে। এ সকল উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন হলে সমাজসেবা অধিদফতরের কার্যক্রম টেকসই ও ক্ষমতায়ন হবে এবং প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক ব্যক্তি, শিশু, বয়স্ক/বিধবা, ক্যান্সার, কিডনী, ডায়াবেটিক ও হার্টের রোগীসহ সমাজের সকল স্তরের মানুষকে সেবা প্রদান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

আইন ও নীতিমালা:

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের ক্ষমতায়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদের (UNCRPD) সাথে সঙ্গতি রেখে **'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩'** প্রনয়ন।
- জাতিসংঘ শিশু সনদ বাস্তবায়নে ও শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য শিশু আইন ১৯৭৪ রহিত করে **'শিশু আইন ২০১৩'** প্রণয়ন।
- স্বেচছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৬১ যুগোপযোগী করার কাজ চলমান।
- **ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি(পুনর্বাসন) আইন-২০১১** প্রণয়ন ।
- **'সমাজসেবা অধিদফতর গেজেটেড কর্মকর্তা এবং নন-গেজেটেড কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৩'** প্রণয়ন ।
- নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষার নিমিত্ত **'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩'** প্রনয়ন ।
- অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাব্যবস্থার পথ সুগম করার লক্ষ্যে **প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা ২০০৯"** প্রণয়ন।

সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং ই-সেবা প্রদানে গৃহীত কার্যক্রম :

- আইসিটি কার্যক্রমের আওতায় সকল প্রতিষ্ঠান / কার্যালয়ে কম্পিউটার, ডিজিট্যাল ক্যামেরা, প্রিন্টার ও মডেমসহ ইন্টারনেট সুবিধা নিশ্চিতকরণ;
- সমাজসেবা অধিদফতরের নিজস্ব ডোমেইনভুক্ত ই-মেইল একাউন্ট ব্যবহার;
- অফিস অটোমেশনে ডিজিটাল নথি নম্বর চালুসহ বাংলা ইউনিকোড ব্যবহারে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- সমাজসেবা অধিদফতরে আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

- **এ টু আই** কর্মসূচির আওতায় ন্যাশানাল ওয়েব পোর্টাল ফ্রেম ওয়ার্কের আঙ্গিকে সমাজসেবা অধিদফতরের এবং জেলা ও উপজেলার মধ্যে কানেক্টিভিটিসহ ওয়েবসাইট চালুর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন;
- কার্যক্রম বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ সমস্যা নিরসন এবং পারস্পরিক মত বিনিময়ের জন্য এটুআই প্রকল্পের সহায়তায় সমাজসেবা ব্লগ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- যশোর জেলাধীন সমাজসেবা অধিদফতরের সকল কার্যালয়ে ই-সার্ভিস চালু করে সেবা প্রদান;
- সিএসপিবি প্রকল্পের আওতায় দুস্থ শিশুদের জন্য Case Management Software প্রস্তুতকরণ;
- প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচির আওতায় Database Software তৈরির কাজ চলমান;
- স্কার প্রকল্পের আওতায় একটি সমন্বিত Database Software প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান;
- Data সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে ডাটাবেইজ সার্ভার স্থাপন;
- জনপ্রশাসন কাজের গতিশীলতা, উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফত.রের ইনোভেশন টিম গঠন।

সমাজসেবা অধিদফতরের কার্যক্রমের সাফল্যের খন্ডচিত্র

● **সমাজসেবার ক্ষুদ্রঋণ, রেহেনা পেয়েছে নতুন দিন :** ঢাকার অদূরে সাভারের এক নিভৃত পল্লী নামাগেণ্ডা। এ জনপদের দারিদ্র্যপীড়িত পরিবারের গৃহবধু রেহেনা বেগম। স্বামী মোঃ নান্নুর যৎসামান্য আয়ে সংসার চালানো দায়। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচ চালানো খুবই কষ্টকর। এ সময়ে সমাজসেবা অধিদফতরের সুদঋণ কর্মসূচির সন্ধান পায়। সদস্য হন কর্মদলের। ২০১০ সালে কর্মদলের শর্ত পূরণ করে গ্রহণ করেন পল্লী সমাজসেবার আওতায় ১০,০০০/- সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ। ক্রয় করেন একটি ষাঁড়বাছুর। কর্মদলের সদস্যদের পরামর্শে গরু মোটাতাজাকরণ পদ্ধতিতে লালনপালন করে এক বছর পর ৩৫,০০০/-গরুটি বিক্রি করে লাভবান হন। রেহানার উৎসাহ বেড়ে যায়। সে দ্বিতীয়বার সমাজসেবা থেকে ১০,০০০/- ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করেন এবং গরু বিক্রিত অর্থ দিয়ে ক্রয় করেন আরো দুটি ষাঁড়বাছুর। ২০১৩ সালে সে তৃতীয়বার ২৫,০০০/- ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করে আরেকটি গরু ক্রয় করেন। এভাবে কায়িক পরিশ্রমে রেহেনার খামারে রয়েছে বর্তমানে ৪টি গরু, যার বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ১,৫০,০০০/-। গরু পালনের মাধ্যমে রেহেনার সংসারে এসেছে সচ্ছলতা। স্বামী-সন্তানদের মুখে ফুটেছে হাসি। তাঁর কর্মের সফলতা অনেকের জন্য অনুকরণীয়।

● **কর্মই হোক বেকারের হাতিয়ার :** কর্মচঞ্চল এলাকা নারায়নগঞ্জের ফতুল্লা। দাপাইদ্রাকপুর রেল স্টেশন গ্রামের নিবাসী মো: আমিনুদ্দিন এক বেকার যুবক। বেকার জীবন তাকে সবসময়ই পীড়া দিতে থাকে। কিন্তু পুঁজির অভাবে সে কোন ব্যবসাও করতে পারছে না। জীবনের এ সন্ধিক্ষণে সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণের বিষয়ে অবগত হন। ২০১০ সালে কর্মদলের সদস্যভুক্ত হয়ে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় ৫০০০/- ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করে ক্ষুদ্র পরিসরে হোটেল ব্যবসা (খাবার দোকান) শুরু করে। হোটেলের যৎসামান্য আয় দিয়ে জীবিকানির্বাহ করে আর বিন্দুবিন্দু অর্থ জমা করে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করে। দ্বিতীয়বার ৫০০০/- গ্রহণ করে ব্যবসার প্রসার বৃদ্ধি করে। এভাবে নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করে আমিনুদ্দিন তৃতীয়বার ১০০০০/- ঋণগ্রহণ করে ব্যবসার পরিধি আরো বৃদ্ধি করেন। সে এখন এলাকার একজন সফল হোটেল ব্যবসায়ী।

● **প্রতিবন্ধীর ক্ষুদ্রঋণ, লিটনের জীবনে আনে সুদিন :** শারীরিক প্রতিবন্ধী লিটন। নারায়ণগঞ্জ জেলাধীন ফতুল্লা গ্রামের মো: আমানুল্লাহ'র ছেলে লিটনের পুরো নাম মো: লুৎফর রহমান। ছোটবেলায় টাইফয়েড জ্বরে তাঁর দু'টি পাসহ শরীরের নিচের অংশ নিস্তেজ হয়ে যায়। প্রতিবন্ধিতার কারণে তাঁকে পরিবারের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। ব্যবসা বাণিজ্য করার মতো কোন পুর্জি না থাকায় সে অতিকষ্টে জীবন যাপন করে। ২০০৫ সালে সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় ১০,০০০/- ক্ষুদ্রঋণ গ্রহন করে সে। ঋণের অর্থে দ্বারা ৫০টি মুরগী ক্রয় করে একটি ছোট খামার স্থাপন করে লিটন। লিটনের প্রতিবন্ধিতা কোন বাধা নয়। খামারের লভ্যাংশ দিয়ে পরিশোধ করে ঋণের কিস্তির অর্থ। খামারের পরিধি বৃদ্ধি করতে লিটন পর্যায়ক্রমে ৪র্থবার ২০,০০০/-ঋণ গ্রহণ করে। বর্তমানে তার ফার্মে ২০০ মুরগী রয়েছে। মুরগী, মুরগীর ডিম ও বাচ্চা বিক্রি করে তাঁর যে আয় হয় তা দিয়ে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করে লিটন। সে এখন বেশ সচ্ছলভাবেই জীবন যাপন করছে। লিটনের মুখে কেবল একটি কথা-সমাজসেবার সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ তাঁর হতাশাময় জীবনে আশার আলো জেলেছে।

● **শিশু পরিবারের নিবাসীর সফলগাঁথা :** নিরাশা থেকে আশার আলো। শূন্য থেকে সমৃদ্ধির পথে। জীবনের এ অগ্রযাত্রায় প্রজ্বলিত একটি নাম আবুল হাসান। সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত ফরিদপুর জেলার সরকারি শিশু পরিবার(বালক) এর নিবাসী। ফরিদপুরের অদুরে সালথা থানাধীন এক নিভৃত পল্লী রায়েরচর। এ জনপদের দারিদ্রপীড়িত পরিবারের শিশু সন্তান হাসান। শিশু বয়সে পিতাকে হারিয়ে মায়ের স্নেহে অভাবের বলয়ে বড় হয় সে। অসহায় মায়ের অভাবের সংসার চালানো দায় তারমধ্যে সন্তানের ভরণপোষন। পিতৃহীন শিশুকে সরকারি খরচে লালন পালন করা হয় সরকারি শিশু পরিবারে। পিতৃহীন শিশুর ভবিষ্যতের কথা ভেবে শিশু হাসানকে ভর্তি করে দেয় সরকারি শিশু পরিবারে। সে থেকে শিশু হাসানের নিবাসী জীবন শুরু। শিশু পরিবারের নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে সে বড় হয়। স্বভাবচরিত্রের দিক থেকে সে সকলের প্রিয় পাত্র। প্রতিটি শ্রেণীর পরীক্ষায় তার কৃতিত্বের পরিচয় রাখে। ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। হাসানের একাগ্রতায় ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষা জিপিএ-৫ পেয়ে কৃতিত্বের পুনরায় প্রমান রাখে। বর্তমানে সে কুষ্টিয়া সরকারি মেডিকেল কলেজের ছাত্র। ডাক্তার হয়ে মানব সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করবে-এটাই হাসানের সোনালী স্বপ্ন।

সহযোগিতায় : সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক
সম্পাদনায়: নাছিমা বেগম এনডিসি, মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর
Tel : +88-02-9131966, Fax: +88-02-812755, E-mail : info@dss.gov.bd, Web : www.dss.gov.bd